জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ত্রয়োদশ/১৩ তম সভার কার্যবিবরণী

১১-৮-৮৫ ইং তারিখ দুপুর ১২-০০ ঘটিকায় ডঃ ইকরামুল এহ্সান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ও পর্যবেক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১)	ডঃ মতলুবুর রহমান, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	সদস্য
২)	ডঃ মোঃ মাইছের আলী, পরিচালক (পাট বীজ বিভাগ), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৩)	জনাব আবুল হাসেম, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।	"
৪)	জনাব আব্দুল লতিফ, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	প্রতিনিধি
৫)	ডঃ আঃ হামিদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	সদস্য
৬)	ডঃ এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন, বিভাগীয় প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
৭)	ডঃ মুনসী সিদ্দীক আহমদ, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	পর্যবেক্ষক
৮)	জনাব মোঃ মফিজুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সবজী শাখা)	"
৯)	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ১২তম সভার কার্য্যবিবরণী (Proceedings) অনুমোদন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ২১-৭-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১২তম সভার কার্য্যবিবরণী সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদন করা যাইতে পারে। কার্যবিবরণী অনুমোদন করার পূর্বে ১২তম সভার আলোচ্য বিষয় ২ (খ) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের কার্য্যকারীতা দেখার জন্য বীজ অনুমোদন সংস্থাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা আপত্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন বীজ অনুমোদন সংস্থার তেমন কোন সুযোগ সুবিধা না থাকায় এ মুহূর্তে উক্ত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ১২তম সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ অনুমোদিত জাতের কার্য্যকারীতা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিজস্ব খামারে অঞ্চল ভিত্তিক পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন দলের দলনেতাকে পর্যবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করিবে। দলনেতা অনুমোদিত জাতের কার্য্যকারীতা পর্যবেক্ষণ করার পর কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২১-৭-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

ক) সদস্য-সচিব সভাকে জানান, ২১-৭-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১২তম সভায় জনাব এ,কে,এম আনোয়ারুল কিবরিয়া (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা) কে পদাধিকার বলে নতুন দলনেতা নির্বাচন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করার পর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, জনাব মাজহারুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা হিসাবে যে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল তাহা আংশিক সংশোধন পূর্বক পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) BRRI, BARI, BJRI, BINA, BAU, SRTI, BADC, DAE এবং SCA প্রভৃতি সংস্থা হইতে সদস্য নিয়া একটি নতুন সদস্য তালিকা তৈয়ারী করিয়া অনুমোদনের জন্য কমিটির সভায় পেশ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যই উক্ত তালিকাটি অনুমোদনের ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন এবং সভাপতি কর্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়। অতঃপর মূল্যায়ন দল গঠন এবং যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ১) কোন নতুন জাতের মাঠ মূল্যায়ন করার পর উহার রিপোর্ট ৩ সপ্তাহের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।

২) দলনেতা অনুমোদিত সদস্য তালিকার ৫টি বিভাগ হইতে কমপক্ষে ১জন করিয়া সদস্য নিয়া মূল্যায়ন দল গঠন করিবেন। যদি কোন সদস্য মূল্যায়ন কাজে যোগদান করিতে অসমর্থ হন তবে তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন। মাঠ মূল্যায়ন করার পর দলনেতা সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্ট সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করিবেন এবং উহা বৈধ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

৩) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ মাঠ মূল্যায়নের অনুরোধের সংগে নতুন জাতের সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করিয়া দলনেতাকে অবহিত করিবেন। গঠিত মূল্যায়ন দলকে দলনেতা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিত করিবেন যাহাতে মূল্যায়ন দল সহজে নতুন জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে এবং রিপোর্ট তৈয়ার করিয়া দলনেতার নিকট পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করিতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূট্টার ৪টি জাত বিএম-১ (BM-1), বিএম-২ (BM-2), বিএম-৩ (BM-3), ও বিএম-৪ (BM-4), তুলার ২টি জাত বিসি-১ (BC-1) ও বিসি-২ (BC-2), মুগবিনের ২টি জাত এমবি-১ (MB-1) ও এমবি-২ (MB-2) এবং ছোলার ১টি জাত বারি ছোলা -১ (BARI Sola-1) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪টি ভূট্টা, ২টি তুলা, ২টি মুগবিন এবং ১টি ছোলা মোট ৯টি নতুন জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করা হইয়াছে। তিনি আরও জানান, উল্লেখিত ৯টি জাতেরই কারিগরি কমিটির বৈধ দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য এবং প্রতিনিধিগণকে উক্ত জাতগুলির অনুমোদন এর ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে সকল সদস্যই আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় বলা হয় সকল ফসলের জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট বৈধ দলনেতার পক্ষ হইতে না আসায় সকলেই অনুমোদনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সদস্য-সচিব উল্লিখিত জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহের ব্যাপারে প্রাক্তন দলনেতার সংগে যোগাযোগ করিবেন। দলনেতা যদি যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পূর্বের প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া আগামী মাসের ১ম সপ্তাহে সভা আহ্বান করা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ১) বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে ভূট্টার ৪টি, তুলার ২টি, মুগবিনের ২টি, ছোলার ১টি মোট ৯টি জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র যথাযথ ভাবে পুরণ করিয়া জনপ্রিয় নামসহ পুনরায় কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট দাখিল করিতে বলা হইল।

২) কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব প্রাক্তন দলনেতার সংগে যোগাযোগের মাধ্যমে উল্লিখিত সকল জাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহ করিবে। প্রাক্তন দলনেতা উল্লিখিত জাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থ হইলে পূর্বে প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া জাতগুলির অনুমোদনের সুপারিশ করা হইবে।

৩) এখন হইতে জাতীয় বীজ বোর্ডে ছকপত্র দাখিলের সময় ছকপত্রের ২য় অংশে নিম্নলিখিত বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

1) Who will produce the foundation and certified seeds? whether consent of the seed producer obtained.

2) When DAE will be able to undertake the demostration of the variety in farmers fields in collaboration with the variety developing organisation and how many demonstrations ?

3) A leaflet (draft) has to be enclosed with the proforma about the variety on the following points (in Bangla).

a) History of development of the variety.
b) Identifying characters.
c) Merits of the variety over the existing varieties.
d) Cultivation procedure (Seed to seed).
e) Pests (disease and insect) to which resistant and susceptible and control measure.
f) Cropping pattern.
g) Regional performance.

আলোচ্য বিষয়- ৪ ঃ **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটো জাত মানিক (TM 0076), রতন (TM 0073) এবং পিংকী (TM 0109) এর অনুমোদন।**

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট নতুন ৩টি টমেটো জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিয়াছেন। তিনি আরও জানান, এই ৩টি জাতও বৈধ দলনেতা কর্তৃক মাঠ মূল্যায়ন করা হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাহেব মত প্রকাশ করেন। যেহেতু টমেটো জাতগুলি মাঠ মূল্যায়ন বৈধ দলনেতা কর্তৃক করা হয় নাই সেহেতু জাতগুলির অনুমোদনের সুপারিশ আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে এবং এ ব্যাপারে বৈধ দলনেতার নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী সভায় পেশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই ইহাতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ মানিক (TM 0076), রতন (TM 0073) ও পিংকী (TM 0109) এই ৩টি টমেটো জাতের অনুমোদনের জন্য প্রাক্তন দলনেতার নিকট হইতে মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহের ব্যাপারে কমিটির সদস্য-সচিব কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিটির পরবর্তী সভায় ইহা পেশ করিবেন।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন বেগুন জাত উত্তরা (রাজশাহী নং-৩) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বেগুন জাত উত্তরা (রাজশাহী নং-৩) এর অনুমোদনের ব্যাপারে মূল্যায়ন রিপোর্টসহ সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। শুরুতেই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সংক্ষেপে জাতটির বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, এই জাতটির গাছ ছোট, শাখা-প্রশাখা মাঝারি। একটি থোকায় (Cluster) ৫-৬ টি ফল হয় এবং চামড়ার রং বেগুনী ও পাতলা। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে উক্ত জাতের বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন বলেন যে, জাতটির গাছ ছোট (উচ্চতা ১০০ সেঃ মিঃ) এবং শাখা-প্রশাখা শিংনাথ ও খটখটিয়ার মত বিস্তৃত। পাতা ও কান্ডের রং গাঢ় বেগুনী। পাতা ডিম্বাকৃতি ও কিনারায় করাতের মত কাটাকাটা দাগ নাই। প্রতি থোকায় (Cluster) ৫-৬ টি ফল হয়। ছালের রং বেগুনী, খুব পাতলা এবং শাঁসে কোন আঁশ নাই। এই জাতটি Fruit & shoot borer পোকা এবং Bacterial wilt রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, যেহেতু জাতটি অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে গুণাগুণ ভাল, Fruit & shoot borer পোকা এবং Bacterial wilt রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল সদস্যই একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বেগুন জাত উত্তরা (রাজশাহী নং-৩) এর শুধুমাত্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

স্বাক্ষর ঃ

(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

(ডঃ ইকরামুল আহ্সান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

মূল্যায়ন দল গঠনে সদস্যদের তালিকা ঃ

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ (Plant Breeding):

১। প্রকল্প পরিচালক (গম), গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তুলা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৬। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ (গবেষণা শাখা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৭। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৮। প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৯। প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

কৃষিতত্ত্ব বিভাগ (Agronomy):

১। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রধান, Rice Cropping System Division, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ (গবেষণা শাখা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৬। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭। প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ (Plant Protection):

১। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট (গবেষণা শাখা)
৬। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট
৭। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৮। প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।

উদ্যানতত্ত্ব (Horticulture Division):

১। পরিচালক, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
২। প্রধান, সাইট্রাস ও সব্জী বীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সব্জীশাখা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৪। প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।
৫। প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিএডসি'র বীজ বিভাগ (Seed Division):

১। ব্যবস্থাপক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ), কৃষি ভবন, ঢাকা
২। ব্যবস্থাপক, আলু জাতীয় ফসল (Tuber Crops), কৃষি ভবন, ঢাকা
৩। ব্যবস্থাপক (কঃ গ্রোঃ), কৃষি ভবন, ঢাকা
৪। ব্যবস্থাপক (খামার), কৃষি ভবন, ঢাকা
৫। ব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ), কৃষি ভবন, ঢাকা
৬। প্রকল্প পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ) কৃষি ভবন, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক (সব্জী শাখা), কৃষি ভবন, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় পরিচালক (বীজ), রাজশাহী
৯। বিভাগীয় পরিচালক (বীজ), যশোর
১০। বিভাগীয় পরিচালক (বীজ), ঢাকা।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (DAE):

১। অতিরিক্ত পরিচালক (খাদ্য-শস্য শাখা), কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থকরী ফসল শাখা), কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, ঢাকা।
৪। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, ঢাকা রিজিয়ন।
৫। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, কুমিল্লা রিজিয়ন।
৬। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, চট্টগ্রাম রিজিয়ন।
৭। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম রিজিয়ন।
৮। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, রাজশাহী রিজিয়ন
৯। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, ময়মনসিংহ রিজিয়ন।
১০। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, বরিশাল রিজিয়ন।
১১। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, রংপুর রিজিয়ন।
১২। আঞ্চলিক কৃষি পরিচালক, যশোর রিজিয়ন।

বীজ অনুমোদন সংস্থা (SCA):

১। প্রধান বহিরাংগন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, গাজীপুর।
২। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলার জন্য আঞ্চলিক বহিরাংগণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, পুরাতন ল্যাবটেরী বিল্ডিং, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলাসমূহ, কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালি জেলার জন্য-
আঞ্চলিক বহিরাংগণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ২য় পি,জি ও বিল্ডিং ৭ম তলা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪। সিরাজগঞ্জ, বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার জন্য-
আঞ্চলিক বহিরাংগণ কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, ঠিকাদার পাড়ালেন, কাটনার পাড়া, বগুড়া।
৫। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার জন্য-
আঞ্চলিক বহিরাংগন কর্মকর্তা, বীজ অনুমোদন সংস্থা, নিউ টাউন, যশোর।
৬। বৃহত্তর পাবনা ও রাজশাহী জেলার জন্য-
কৃষিতত্ত্ববিদ, বীজ পরীক্ষাগার, ঈশ্বরদী, পাবনা।